দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 JUN 1987

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

099

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৯৩ ঃ ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস

প্রত্যেক বছরের শেষেই সেই বছর সম্পর্কে নানরকম হিসাব-নিকাশ হয়। জাতীয় জীবনে ঐ বছরের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হয়। জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছে, কতটা পিছিয়েছে, কেন পিছিয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়। এমনি একটি সালতামামী বেরিয়েছে পত্রিকান্তরে। বিষয়—১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের দিনগুলোর সংখ্যা।

তাতে বলা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদায়ী বছরে ২১৫ দিন ক্লাস হয়নি। সপ্তাহের দুদিন ছুটি বাবদ ১০৪ দিন, শিক্ষক ধর্মঘটের জন্য ৫৫ দিন, ছাত্র ধর্মঘট ২০ দিন ও বিভিন্ন ছুটি মিলিয়ে ২১৫ দিন ক্লাস হতে পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থাৎ ক্লাস হয়েছে ১৫০ দিন মাত্র। ক্লাসের দিনগুলোতেও কখনও এক ঘন্টা বা কখনও দু ঘন্টা ধর্মঘট করেছেন শিক্ষকরা।

কোন বছরেই ১৫০ দিন ক্লাস হলে সংশ্লিষ্ট মওসুমের শিক্ষা কর্মসূচী সমাপ্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্বভাবতই চলতি মওসুমেও তা হয়নি। এর ফলে চলতি সেশনের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা ইতিমধ্যেই আরো এক দফা পিছিয়ে দিতে হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা সৌভাগ্যবান হলে আশা করা যায়, নতুন করে নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। তবে এভাবে পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে যাওয়ার ফলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাত্মক সেশন জট বেঁধেছে। পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার ফলে ভর্তির ব্যাপারটাও স্বভাবতই পিছিয়ে দিতে হয়েছে এবং বিভিন্ন বছরে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার ফলে ক্লাস ব্যাহত হয়েছে এবং পরীক্ষা আবার পিছিয়ে গিয়েছে। এভাবে যে সেশন জট তৈরী হয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছাত্ররা। অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকটতর হয়েছে অভিভাবকদের। জাতি বঞ্চিত হয়েছে দক্ষ জনশক্তি থেকে। এছাড়াও সেশন জটের ফলে শিক্ষা শেষ করে বেরোতে শিক্ষার্থীদের এত সময় লাগে যে কর্মজীবনে প্রবেশ করার বয়স তাঁদের পেরিয়ে যায়। ফলে নির্ধারিত সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আকর্ষণীয় চাকরিতে যোগ দিতে পারে না তারা।

এ অবস্থা কারো কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত ক্লাস, যথাসময়ে পরীক্ষা হোক এ দাবী সকলের। সেশন জটের অবসানের জন্য সবাইকেই সচেষ্ট হতে হবে আন্তরিকতা নিয়ে। সুখের বিষয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখন সজাগ বলে মনে হচ্ছে। সেশন জটের অবসানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ সালে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন কমিয়ে দিয়েছেন। এখন সপ্তাহে পাঁচদিনের বদলে ছয়দিন করে ক্লাস হবে। এই সিদ্ধান্তের জন্য তারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তবে শুধুমাত্র এই কার্যক্রমই যথেষ্ট নয়। পরীক্ষাগুলো যাতে কোন অবস্থাতেই পিছিয়ে না যায় এবং ভর্তি পরীক্ষা যাতে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় সেই ব্যবস্থা না নিলে সেশন জট সহজে ছাড়ানো যাবে না।